দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 18 JUL 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

বিতর্ক : ছাত্র রাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে/বিপক্ষে

বন্ধ নয় ছাত্র রাজনীতির জন্য নয়ানীতি নির্ধারণ করুন

ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। জাতির বিপদের সময় ছাত্রদের সাহসী ভূমিকা সব সময়ই মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে অগণতান্ত্রিক, কলুষময় ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদেরকে এক অতল গহব্বরের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আর এই অন্ধকার গহব্বরে পরে ছাত্রসমাজ আজ বিপন্ন প্রায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ছাত্রদের ছাত্র রাজনীতির মৌলিক ধারা থেকে বিচ্যুত হওয়া। আগে যেখানে ছাত্র রাজনীতির মাপকাটি ছিল সততা, মেধা, নেতৃত্ব, ন্যায়নিষ্ঠা সেখানে এখন [illegible] স্থান পেয়েছে। এখন কোন রকমে নেতা হয়েই সবাই নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই কারণেই দেশে বাড়ছে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই-লুট তরাজের মত ঘটনা। বর্তমানে সকল ছাত্র সংগঠনই যে কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন। স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল দেশপ্রেমের ছদ্মাবরণে ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস পাচ্ছে। আর যখন কোন রাজনৈতিক দল বা জাতীয় নেতা অপর কোন রাজনৈতিক নেতার উপর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয় তখন ছাত্রদের হাতে তুলে দেয় অস্ত্র। এতে করে যে বছরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কত ছাত্র মারা যাচ্ছে তার বিএনপি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে কতটুকু সফল হতে পারে সেটাই দেখাবার বিষয়। সরকারী দল একবার ও কিভেবে দেখেছেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে গেলে যদি ছাত্ররা আবার ৯০-এর মত একটা ঐক্য আন্দোলনই গড়ে তোলেন তখন সরকার কি করবেন। অনেকের মতে সরকারও যদি মনে করতে শুরু করে থাকেন যে, যেহেতু ছাত্র রাজনীতিই শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করেছে, সেহেতু ছাত্রদের রাজনীতি চর্চা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান কোন ক্রমেই উচিত নয়। সে ক্ষেত্রে আজ ছাত্ররা যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলেন যে, ছাত্ররা শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছেন না, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছেন আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ। তাহলে? যদি অভিযোগ আসে ছাত্রদের হাতে কলমের পরিবর্তে অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন নেতৃবৃন্দই, তাহলে? আমাদের একজন জাতীয় নেতা তো এই কথা স্বীকারই করেছেন যে, অনেকেই ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে প্রতি পক্ষের উপর লেলিয়ে দেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। শুধু তাই নয়, তারা ছাত্রদের দ্বারা আরও অনেক অন্যায় কাজ করিয়ে নেন। নিজেরা থেকে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে অভিযোগ ফিরিয়ে আনার জন্য আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো পেশ করলাম :

১। কোন ছাত্র পর পর তিনবার পরীক্ষা দেয়া হতে বিরত থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিত তাকে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর পড়ালেখার সুযোগ না দেয়া কিংবা বহিষ্কার করা। রাজনৈতিক দলগুলির উচিত সে যেন কোন ছাত্র সংগঠনের পদে অধিষ্ঠিত হতে না পারে সেটা লক্ষ্য রাখা এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তাকে অংশগ্রহণের সুযোগ না দেয়।

২। প্রত্যেক ছাত্র সংগঠনই যে কোন মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে কাজ করে, তাই যে সব ছাত্র সংগঠন ৮%-এর কম ভোট পবে তাদের সেই সব সংগঠনকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা।

৩। যাদের "breack of study" আছে তারা যেন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে এটা নিশ্চিত করা

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহে সুষ্ঠুভাবে সীট বন্টন নীতি চালু করা এবং এক্ষেত্রে ভাল ছাত্রদের অগ্রাধিকার দেয়ার নীতি গ্রহণ করা। লক্ষ্য রাখা যেন কোন বহিরাগত হলে দলীয় কারণে স্থান না পায়।

৫। কোন ছাত্র সংগঠন যাতে কোন রাজনৈতিক দলের সরাসরি অঙ্গ সংগঠনরূপে গণ্য না হয়।